জমিদারশ্রেণীর অবনতি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী

প্রণীত।

কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রীট, ৫৫ নং হইতে

এম্, এম্, মজুমদার এণ্ড কোং দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

পটলডাঙ্গা, ৩৪ নং বেনিয়াটোলা লেন,

নববিভাকর যন্ত্রে,

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৯০।

ভূমিকা।
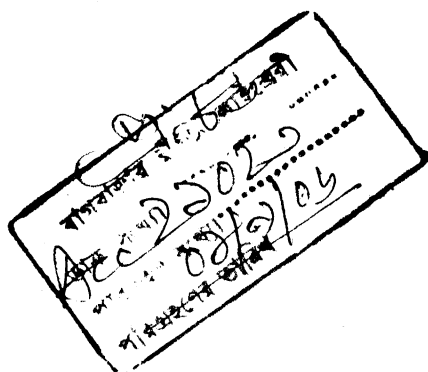
রত্নগর্ভা বঙ্গভূমির যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই জমিদার শ্রেণীর অবসন্ন দশা দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাতে দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় ব্যথিত হয়, অথচ কেহই ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান জন্য ক্ষণমাত্র চিন্তা করেন না। অধিকন্তু বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের ভূমিকর-সংক্রান্ত আইন পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এখনও যদি দেশস্থ প্রাচীন ও মান্য জমিদার বংশধরগণ আপনাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ-সাধন পক্ষে যত্নবান হইয়া সমবেত চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও বোধ হয় জমিদার বংশগুলি আসন্ন অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

অধিকাংশ জমিদার অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, উন্নতিস্পৃহা প্রভৃতি সদ্গুণে ভূষিত, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁহাদের অনেকের মধ্যে একতার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব। বর্ত্তমান শতাব্দিতে সমবেত চেষ্টা ব্যতীত কোন শ্রেণীর লোকেরই উন্নতির আশা নাই।

বঙ্গের প্রধান গৌরবের কারণ প্রাচীন জমিদারবর্গের অবনতিতে সমাজ, জাতি, ও ধর্ম্ম পর্য্যন্ত দিন দিন ক্ষীণ দশাগ্রস্ত হইতেছে। জমিদার শ্রেণীর অভাবে দেশের যে কি প্রকার অবস্থা ঘটিবে তাহা চিন্তা করিলেও হৃদয় কম্পিত হয়।

হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকায় এতদ্বিষয়ক কয়েকটী প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়, সেইগুলিই একত্র করিয়া এক্ষণে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করা গেল। এ জন্য পুস্তকে বিস্তর ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা।

সাধারণের মনোযোগ একবার এই উৎসন্নপ্রায়, জীর্ণ শীর্ণ শ্রেণীর বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হইলে শ্রম সার্থক বোধ করিব। দ্বেষ, হিংসা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরে সর্ব্ব শ্রেণীর উন্নতি পক্ষে সচেষ্ট হওয়া অতীব আবশ্যক। "মূর্খাণাং পণ্ডিতা দ্বেষ্যা নির্ধনানাং মহাধনাঃ" এই বাক্য অনুসারে ঈর্ষা পরতন্ত্র হওয়া কদাচ বিধেয় নহে।

সকরুণ পাঠকবর্গের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা এই, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া একবার পুস্তকখানি পাঠ করেন।

এই পুস্তক প্রচার বিষয়ে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় যথোচিত উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, এ জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

টাকী
১২৮৯ সাল, ৯ই চৈত্র। } শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।

জমিদারশ্রেণীর অবনতি।

বঙ্গ দেশে মুসলমানদিগের শাসন কালে কতকগুলিন জমিদারের একরূপ স্বাধীন রাজত্ব ছিল, তাঁহারা স্ব স্ব জমিদারি ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে রাজপদবাচ্য হইতেন। মহারাজ রাম-চন্দ্র, মহারাজ চন্দ্রকেতু, মহারাজ মহেন্দ্র প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজগণের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। স্থানে স্থানে তাঁহাদের কীর্ত্তিসমূহের ও রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। পরে মুসলমান রাজত্ব কালে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজা ও জমিদারের উন্নতির বিষয় সাধারণে অবগত আছেন, এবং ঐ সমস্ত মহামান্য রাজবংশের কেহ কেহ অদ্যাপি রাজত্ব করিতেছেন। যশোহর নগরের মহারাজ প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা যবন শাসন কালে এতাধিক বৃদ্ধি পায় যে, মহারাজ বহু দিবস পর্য্যন্ত বাদসাহকে কর প্রদান না করিয়া স্বরাজ্য নিরাপদে শাসন

করেন। পরে বাদসাহের, তাঁহার নিকট হইতে কর আদায় জন্য স্বীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে পর্য্যন্ত প্রেরণ করিতে হয়। সে সময় অনেকগুলিন সম্ভ্রান্ত প্রতিভাশালী জমিদার বঙ্গের গৌরব স্বরূপ ছিলেন। বাদসাহের কৃপায় এ সমস্ত ব্যক্তি রাজসেবা বা অন্যান্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করতঃ ভূসম্পত্তি ক্রয় পূর্ব্বক স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিয়া তাঁহার বা তাঁহার প্রাদেশিক নবাব-প্রসাদাৎ জমিদার শ্রেণীভুক্ত হয়েন এবং নিজ এলাকাস্থ প্রজাবর্গের ধন প্রাণ ও মান রক্ষা করিতে থাকেন। তৎকালে জমিদারবর্গের অসীম ক্ষমতা ছিল, এমন কি, নিজ এলাকায় প্রায় স্বাধীন রাজত্ব করিতেন, বিশেষ ঘটনা ব্যতীত কোন বিষয় নবাব বিচার করিতেন না। বিশেষতঃ নবাবদিগের বিচারালয় প্রভৃতি দূরতর প্রদেশে থাকায় যথেষ্ট পীড়িত না হইলে কেহ নবাব সমীপে নিজ জমিদার প্রভুর বিরুদ্ধে দরবার বাসনায় গমন করিত না। নবাব বাহাদুরও বিশেষ ঘটনা ব্যতীত নিজ এলাকাস্থ জমিদার শ্রেণীর প্রতি বৃথা উপ-

দ্রব করিতেন না। মাল খাজানা বৎসরে এক বার প্রদান করা হইত। সরকারি আবশ্যক হইলে অন্য সময়ে পদাতিক দ্বারা খাজানা প্রেরণ জন্য সংবাদ দেওয়া হইত। খাজানা আদায়ের কিস্তি উত্তীর্ণ হইলে সচরাচর পদাতিক প্রেরিত হইত, ক্রমশঃ খাজানা দাখিলে ত্রুটি হইলে নবাব সমীপে তদ্বিষয়ের বিচার জন্য আনিয়া খাজানা আদায় কাল পর্য্যন্ত কয়েদ রাখা হইত, ইহাতেও খাজানা আদায় না হইলে তখন জমিদারি খাস বা বিক্রয় করা হইত।

বঙ্গ-দেশ পরে ইংরেজদিগের করতলস্থ হইলে পূর্ব্ব জমিদারবর্গের মধ্যে যে সমস্ত জমিদারের বংশধরগণ বর্ত্তমান ছিলেন, তৎসহ তাঁহাদের জমিদারি বন্দোবস্ত করা হইল। অনেক জমিদারবংশ এক কালে ধ্বংস হওয়ায়, আর কেহ কেহ আবশ্যকীয় অর্থ সাহায্যে অক্ষম হওয়ায়, সে সময় তাঁহাদের জমিদারি খাস করিয়া অভিনব জমিদার সৃজন করা হইল এবং নূতন বন্দোবস্ত আরম্ভ হইল। এই বন্দোবস্ত দশ বৎসরের জন্য করা হয়, পরে চিরস্মরণীয়

মহামান্য, উদার-স্বভাব, প্রজা-হিতৈষী গবর্ণর জেনেরল লর্ড কর্ণোয়ালিসের রিপোর্ট অনুসারে ব্রিটিস পার্লিয়ামেণ্ট হইতে দশশালা বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদারিতে চিরস্বত্ব প্রদত্ত হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন সময় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা এই সমস্ত জমিদারিতে খাজানার হার বৃদ্ধি করা হইবে না। এ সময় রাজা ও জমিদারবর্গের প্রতি কতকগুলি দায়িত্ব-ভার অর্পিত করা হইল, আর সঙ্গে২ পূর্ব্ব ক্ষমতাও অনেকাংশে সংকুচিত করা হইল। ক্রমে গবর্ণমেণ্ট এক বিধি দ্বারা চারি কিস্তিতে মাল খাজানা আদায় প্রথা নিয়মবদ্ধ করিলেন, আর অবধারিত দিবসে রাজভাণ্ডারে উক্ত খাজানা দাখিল না হইলে সেই দিবস সূর্য্য দেব অস্ত গমনের পর হইতে দেয় খাজানা আর গৃহীত হইবে না, অবশেষে বিনা আপত্তিতে উক্ত জমিদারি নিলাম বিক্রয় পুরঃসর খাজানা আদায় হইবেক। পরে জেলার কালেক্টার মহোদয়গণের নিষ্ঠুর আইন দৃঢ় চালনায় অনেক জমিদারের সম্পত্তি বিক্রয় হইতে লাগিল। ধনবান ব্যক্তিগণও সুযোগমতে স্বীয়

উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় মানসে সেই সমস্ত জমিদারি খরিদ করিলেন। গবর্ণমেণ্টকে অর্থ ও নানাবিধ সাহায্য করায়, সে সময় বঙ্গ দেশস্থ অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও জমিদারি জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। অত্র প্রস্তাবের "প্রাচীন জমিদার" এবম্বিধ জমিদার সম্প্রদায়কে স্থির করা হইল।

প্রায় শত বৎসর হইল, এই সমস্ত জমিদারগণ স্ব স্ব সম্পত্তি অবাধে ভোগ দখল করিয়া এক্ষণে অনিবার্য্য ঘটনাক্রমে দেনদার, নিঃস্ব ও অবনতি দশাগ্রস্ত হইয়াছেন এবং কেন ইহাঁদের বংশধরগণ আজকাল সম্পত্তিচ্যুত ও শ্রীভ্রষ্ট হইতেছেন, তদ্ধেতু অনুসন্ধান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আহা! এ সমস্ত জমিদার বংশের এক সময় এতাধিক অভ্যুদয় হয় যে, ইহাঁরাই বঙ্গের গৌরব ছিলেন। দান, স্বধর্ম্মপালন, অতিথি-সৎকার, ক্রিয়া কলাপ উপলক্ষে আনন্দোৎসব, দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি, গ্রামে রাস্তা, ঘাট, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি দ্বারা গ্রামের নিকটবর্ত্তী ও দেশস্থ লোকের কতই উপকার প্রভৃতি হিতকর কার্য্যগুলি

প্রধানতঃ এ সমস্ত মহামান্য বিখ্যাত বংশের সহায়তায় সম্পাদিত হইত। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে গ্রাম-শোভন জন্য মিউনিসিপালিটী স্থাপনে প্রজাপীড়ন কর আদায় আবশ্যক হয় নাই, ব্যাধিগ্রস্তের বিহিত চিকিৎসা, সুশ্রূষা, পথ্যাপথ্য জন্য অভিনব বিদেশীয় প্রণালীর দাতব্য চিকিৎসালায় প্রয়োজন হয় নাই, গ্রাম্য রাস্তাগুলির সংস্কার, রক্ষা ও নির্ম্মাণ কল্পে সাধারণ প্রজার নিকট হইতে পথকর গ্রহণের আবশ্যক হয় নাই। নদী হইতে তীরে সুগম উপায়ে উত্তীর্ণ হইবার জন্য আধুনিক "পেলাট ফারম্" প্রস্তুত কল্পে মিউনিসিপাল কমিশনরের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত জমিদার নির্ম্মিত ইষ্টক ঘাটে অবলীলাক্রমে অভাব পূরণ হইত। সংস্কৃত ভাষা চর্চ্চা ও শিক্ষার জন্য রাজদ্বারে সাহায্য প্রার্থী হইতে হইতনা, পরিবার অবাধ্য হইলে নূতন পুলিসের সহায়তা আবশ্যক হয় নাই, এমন কি, গর্ভজাত দুরাচার কুসন্তানের হস্ত হইতে জীবন রক্ষার জন্য বিচারালয়ের ব্যয় বহন করিতে হয় নাই। সুরাপান নিবারণ জন্য রাজবিধির প্রয়োজন

হয় নাই। খোলা ভাঁটী গ্রাম হইতে উঠাইয়া দিবার জন্য সংবাদপত্রে আন্দোলন করিতে হয় নাই. সামাজিক স্বেচ্ছাচার নিবারণ জন্য দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের নিরন্তর চীৎকার করিয়া কর্ণ বধির করিতে হয় নাই। জনৈক সুরাপায়ীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উপবিভাগে বায় বেসন পূর্ব্বক দরখাস্তাদি, মোক্তার নিয়োগ, সাক্ষীর ব্যয় প্রয়োজন হইত না। মন্দ চরিত্রের লোককে গ্রামান্তর করিতে হইলে, বিচারালয়ে গমনপূর্ব্বক সত্য পাঠ করিবার আবশ্যক হয় নাই। ভদ্র গৃহস্থ পল্লী মধ্য হইতে বারবিলাসিনীকে গ্রাম প্রান্তে অথবা গৃহস্ত হইতে পৃথক্ স্থানে বাসের বিধানে বিফলমনোরথ হইয়া বসতি ভদ্রাসন বাটীর পার্শ্বে অহোরাত্র সুরাপায়ীর ও বারাঙ্গনার অশ্লীল ভাষায় আলাপ, মারপিট, সপরিবারে দর্শন করিয়া অদৃষ্টকে দোষারোপ আবশ্যক হয় নাই, সময় সময় এ সমস্ত উপদ্রব শান্তি জন্য ভদ্রাসন পরিত্যাগ আবশ্যক হয় নাই। এবম্বিধ ও অন্য বিধ সামান্য সামান্য

সামাজিক দোষগুলি সরলভাবে, সহজ উপায়ে বিনা ব্যয়ে, শ্রম, পর্য্যটনে, বিনা আয়াসে জমিদার বা রাজার কর্ণগোচর করিলে তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান হইত। এক্ষণে এ সমস্ত উপদ্রব দৈনন্দিন এতাধিক প্রবল বেগে বৃদ্ধি পাইতেছে যে, এ বিষয় চিন্তা করিলে নিশ্চয় প্রতীত হইবে যে, স্বল্প কাল মধ্যে বঙ্গ সমাজ এক কালে লোপ হইবে। গ্রামে কোন ব্যক্তিকে প্রধানরূপে মান্য করিলে এ সমস্ত স্বেচ্ছাচার জনিত গ্রাম্য ও সামাজিক উপদ্রবগুলির নিবারণ জন্য গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হইতে হইত না। আর এ সম্বন্ধে বৎসর বৎসর কত অর্থই অপব্যয় হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই, জমিদারবর্গের অবনতিতে গ্রামের, সমাজের ও বঙ্গের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে, এবং আভ্যন্তরিক দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ ঘটনাক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু জমিদারবর্গের, এ অবসন্ন অবস্থাগ্রস্ত হইবার কারণ কি? আমাদের বিবেচনায়, প্রধানতঃ জমিদার শ্রেণীর একতার অভাব, অশিক্ষা, উত্তমর্ণের অধিক সুদের জ্বালা, কর্জ্জ করিয়া

নির্দ্ধারিত দিবসে রাজস্ব আদায় (মাল খাজানা দাখিল) প্রজার নিকট হইতে সাময়িক কর সংগ্রহে অক্ষম হইয়া সুতরাং আদালতের সাহায্য গ্রহণ ও তজ্জন্য অন্যায় বহুল ব্যয়, এতদ্ব্যতীত নিজ মান মর্য্যাদাত্মক দান, বিতরণ, ক্রিয়াকলাপ জনিত ব্যয়, দ্রব্যাদির মূল্যাধিক্য, মজুরির মূল্য বৃদ্ধি, সুশিক্ষার অভাব, সদা কু-চরিত্র লোকের সঙ্গ বা গান, গাড়ি ঘোড়া, বার-বিলাসিনীর মোহ ইত্যাদি বহুবিধ হেতুতেই মান্য জমিদার বংশধরগণ পৈত্রিক সম্পত্তি হারাইয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, আর তৎসহ গ্রামস্থ অনেকগুলিন অনুগত আশ্রিত, প্রতি-পালিত ভদ্র সন্তানের জীবন যাপনোপায় রহিত করিতেছেন। ইহা কি সাধারণ পরিতাপের বিষয় যে, যে বংশে প্রত্যহ সহস্রাধিক লোকের অন্ন দান হইয়াছে, যাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ আর্ত্ত ব্যক্তিকে রক্ষা, ক্ষুধিতকে অন্ন দান, পীড়িতকে চিকিৎসা ও পথ্য দান প্রভৃতি বহুতর সৎকর্ম্ম দ্বারা প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন, আজ কি না সে স্থলাভিষিক্ত জনৈক অশিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে সে

সম্পত্তি আগত হওয়ায়, নিরাপত্তিতে উহা নষ্ট করিয়া নিজের, গ্রামস্থ, আশ্রিত, অনুগত, পালিত লোকের দুঃখের কারণ হইল। ছোট নাগপুরের জমিদারবর্গের হিতোদ্দেশে, ঝান্সির তালুকদারগণের রক্ষার জন্য, গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত আইন করিয়া তাঁহাদের পতন নিবারণ করিতেছেন তদ্রূপ কোন উপায় অবলম্বন ব্যতীত বঙ্গের প্রাচীন জমিদারবর্গের রক্ষার আশা সুদূরপরাহত, বিশেষতঃ এক সম্পত্তিতে অনেক সরিক হওয়ায়, পরস্পরের সদ্ভাব অভাবে বৈষয়িক কার্য্যের অনেক বিশৃঙ্খলা হয়, এবং মফস্বলস্থ কর্ম্মচারী ও প্রজাগণ প্রোৎসাহিত হয়, ক্রমে উহারা খাজানা আদায় বন্ধ করে, অথচ রাজদ্বার হইতে মাল খাজানা, পথকর, পাবলিককর, ডাক খরচাগুলি আদায়ের নিয়ম সমস্ত অত্যন্ত কঠিন হইতেছে এবং সামান্য ত্রুটি কি অনবধানতায় মূল্যবান্ সম্পত্তি বিক্রয় হইতেছে, তখন অভিনব ক্রেতা জনৈক সরিক হইয়া প্রজাগণকে নানা প্রকারে উত্ত্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সমস্ত নিবারণের মুখ্য

উপায় সরিকি সম্পত্তিতে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাধারণ মেনেজার নিয়োগ এবং সরিকের মধ্যে কেহ উচিত জামিন দিতে সক্ষম হইলে, তাঁহাকে উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করা, এক জনের তত্ত্বাবধানে জমিদারি কার্য্য নির্ব্বাহ না হইলে জমিদারের উন্নতি হইবে না আর প্রজারও সুখ হইবে না।

জমিদারের অবনতিতে বঙ্গের কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে, তাহা সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা পাইব। প্রাচীন জমিদারবর্গ উৎসন্ন দশাগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক ক্ষতি কি পরিমাণে হইতেছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বর্ণন করা গেল।

কয়েকটী গ্রাম প্রভৃতির মধ্যে এক এক জন জমিদার পুরুষানুক্রমে আধিপত্য করিয়া এক একটী সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। পল্লী সমাজগুলিতে কতকগুলি সামাজিক নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, এইরূপ সমাজগুলির শীর্ষ দেশে জমিদারের স্থান। কেহ কোন সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে, জমিদার বংশধরগণ নিজ২ গুরু, পুরো-

হিত, সামাজিক প্রধান ব্যক্তিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া তাহার বিচার করিতেন, এবং অপরাধ গুরুতর হইলে প্রধান ব্যক্তিগণের অভিপ্রায়ানুসারে দোষী ব্যক্তির সহ কেহ সমাজপতির এবং সমাজনেতৃগণের বিনানুমতিতে আহার ব্যবহার করিতে পাইবেন না, এরূপ দণ্ড বিধান হইত, সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে অপর কেহ কোন দূষিত কার্য্য করিতে সাহসী হইত না, এক্ষণে এই সমস্ত সমাজপতিগণের অবনতিতে সমাজ বন্ধনের অভাব হইতেছে। সাধারণে স্বেচ্ছাচার ব্রতে কাল হরণ করিতেছে, ইহাতে বঙ্গসমাজের, বিশেষতঃ পল্লী সমাজের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে, তাহা পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন। অভক্ষ্য ভক্ষণ, সুরাপান, অগম্য গমন, নীচ কুলে বিবাহাদি করা, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্যগুলির এক্ষণে শনৈঃ২ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? এরূপ সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্য রূপ পাপ স্রোত যে কোথায় গিয়া নিবারিত হইবে, তাহা চিন্তা করিলে সন্তপ্ত হইতে হয়! কিয়দ্দিবস

পরে বঙ্গ সমাজের নাম পর্য্যন্ত লোপ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহা ভাবিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, জমিদার শ্রেণীর পতনে আমাদের সমাজ বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হই-তেছে।

জমিদারের অবনতিতে এক্ষণে গ্রাম মধ্যে চৌরভয়, সাধারণ শান্তিভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের দৈনন্দিন বৃদ্ধি হইতেছে, আর ঐ সমস্ত অপরাধ নিবারণ উদ্দেশে আমাদিগকে সদা সর্ব্বদা রাজ-দ্বারে সাহায্যার্থে গমন করায়, গ্রামবাসী জন সাধারণের বিস্তর অর্থ বৎসর২ মোকদ্দমা মামলায় অপব্যয়িত হইতেছে। পক্ষান্তরে, যখন জমিদার বর্গের অভ্যুদয় ছিল, তৎকালে এক জন জমি-দারের দ্বারায় শত জনের সংবাদ রাজা অনা-য়াসেই অবগত হইতে পারিতেন। এক্ষণে শত জন প্রজার সংবাদ জ্ঞাত হইতে আবশ্যক হইলে, শত জনকেই উক্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা ব্যতীত প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া ভার। পূর্ব্বে দশজন জমিদারকে একত্রিত করিলেই জেলার প্রকৃত অবস্থা ও প্রজার অভাব ইত্যাদি

আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারা যাইত। এক্ষণে সহস্রাধিক প্রজা একত্রিত করিতে না পারিলে কোন একটী বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় না। তাহাতেও দেশের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া সুকঠিন। কোন স্থানের শস্যাদির প্রকৃত বিবরণ, কি অভাব অবগত হইতে হইলে, বঙ্গেশ্বর প্রথমে বিভাগস্থ কর্ম্মচারিবর্গকে (কমিশনরগণকে) জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা জেলার অধ্যক্ষ মহোদয়গণকে তাহা লেখেন, তাঁহারা মহকুমাস্থ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিবর্গকে তদ্বিষয় রিপোর্ট করিতে লিখিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। এখান হইতে পুলিসের উপর ভারার্পিত হয়, অবশেষে গ্রাম্য চৌকিদার কি পঞ্চায়েতেরা যাহা বলে, তাহাই পর্য্যায়ক্রমে উপরিতন শীর্ষ স্থান পর্য্যন্ত প্রেরিত হয়, এ গতিকে দেশের অভাব জ্ঞাত হওয়া যায়। এই কার্য্যে কত কাগজ, ডাকমাশুলাদি যে ব্যয় হয়, তাহা নিরাকরণ করা সহজ নহে। রাজ্য সুশাসন করিতে হইলে, এবম্বিধ ও অন্যবিধ বহু বিষয়ে জমিদারের সাহায্য আবশ্যক হইয়া

থাকে। জমিদারগণের দ্বারা পূর্ব্বে দেশের আভ্যন্তরিক বাণিজ্য বৃদ্ধি হইত। ইহাঁদের দ্বারা দেশের রাস্তা, ঘাট প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়ায়, পূর্ব্বে মিউনিসিপাল-প্রজাপীড়ক কর আদায় আবশ্যক হয় নাই, কিম্বা কৃষকদিগের নিকট হইতে অতিরিক্ত পথ ও পবলিক কর আদায় প্রয়োজন হয় নাই। জমিদারবর্গের অবসন্ন দশায়, বঙ্গের অনেক রাজনৈতিক ক্ষতি হই-তেছে।

জমিদারদিগের অভ্যুদয় কালে পূজা-পার্ব্বণে, ক্রিয়া কলাপে, পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে, পুত্র কন্যার বিবাহোপলক্ষে প্রায়ই সমাজস্থ লোকদিগকে আহারাদি দেওয়া হইত, এবং অধ্যাপক, পণ্ডিতদিগকে বিস্তর পুরস্কার দেওয়ার রীতি ছিল। এইরূপে ক্রিয়া কর্ম্মের বিদায় প্রাপ্ত অর্থা-দিতে এ সমস্ত পণ্ডিত বর্গের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ ও স্বধর্ম্ম পালন এবং বিদ্যানুশীলন জন্য অর্থাগমের নূতন উপায় অবধারণ করিতে হইত না। সংস্কৃত ভাষার আলোচনা, ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুশীলন প্রভৃতি জ্ঞানোপদেশ, সং-

কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ব্রাহ্মণগণের সততই প্রবৃত্তি হইত। বিদ্যাভ্যাস ব্যতীত সমাজে মান্য গণ্য হইতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া অনেকে সবিশেষ মনোযোগ সহকারে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করিতেন, এবং অধ্যাপক হইতে পারিলে পরিণামে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনের উপায় হইবে এই আশয়ে বিশেষ শ্রম সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। শারদীয় মহা-পূজা প্রভৃতি নৈমিত্তিক ও কাম্য পূজা কালে দেশের ভিন্নাকৃতি হইত, এবং ইতর, ভদ্র, ধনী, নির্ধন প্রভৃতি সকলেই প্রোৎসাহিত হইয়া ঐ সময় আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেন। জমিদারের বাটী এই সকল সময় নৃত্য, গীত, বাদ্যাদিতে পরিপূর্ণ হইত। বঙ্গে একটু জীবন সঞ্চার হইত। এক্ষণে সমৃদ্ধি গ্রামগুলিতে পূজা অর্চ্চনার নাম গন্ধও পাওয়া যায় না, সকলদিকেই নিস্তব্ধ। ইহা কি বঙ্গ সমাজের ক্ষতি নহে?

বঙ্গ প্রদেশের প্রধানতম বিচারালয়ের চীপ্ জষ্টিস্ সার্ রিচার্ড গার্থ মহোদয়, ভূমিকর সংক্রান্ত যে মিনিট লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,

তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, জমিদার প্রজা ঘটিত প্রচলিত আইনের কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক নাই। জমিদার শ্রেণীর পতন সময়ে মহামতি, উদারচরিত, মাননীয় সার রিচার্ড গার্থের প্রচারিত মিনিটে যে ক্ষণিক উপকার হইবে, এরূপ আশা আমাদের মনে উদয় হইতেছে। বঙ্গের অধিকাংশ রাজপুরুষের মনোগত ভাবের প্রতিকূলে চীপজষ্টিস মহাশয় যে, এরূপ পক্ষপাতশূন্য মিনিট লিপিবদ্ধ করিয়া অনেক রাজপুরুষের অসন্তোষভাজন হইতে সাহসী হইয়াছেন, এজন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং প্রতিনিয়ত ঈশ্বর সমীপে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেছি। জমিদার শ্রেণী অনেকের চক্ষুশূল ; এ সম্প্রদায়ের সম্যক্ পতন দর্শনে অনেকের বাসনা। আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া ইহার প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিতেছি না। দীন বঙ্গ ভূমির যদি কিছু পূর্ব্ব গৌরব রক্ষার সম্ভাবনা থাকে, তাহা জমিদার শ্রেণীর প্রতি নির্ভর করিতেছে। অতএব যাহাতে এই আবশ্য-

কীয় সম্প্রদায়ের পতন নিবারিত হয়, তৎপক্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সবিশেষ চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। তাহা দূরে থাকুক, অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায়, জমিদারবর্গের নাম শ্রবণ মাত্রেই খড়্গহস্ত। এমন কি, অনেক জমিদার-কর্ম্মচারীর সন্তানগণ বি, এ, বি, এল, উপাধি প্রাপ্ত মাত্রেই পিতৃ পিতামহের আশ্রয়স্থান জমিদারের প্রতি-কূলাচরণে ব্যাকুল। বঙ্গ সমাজ, হিন্দু-ধর্ম্ম আচার ব্যবহার প্রভৃতি অনেক বিষয় জমিদার-বর্গের সাহায্যে অদ্যাপি কথঞ্চিৎ বর্ত্তমান আছে। আর এসমস্ত জমিদারগুলির পতন হইলে, বঙ্গ-ভূমি ঘোরতর স্বেচ্ছাচারের স্থান হইবে, হিন্দু আচার ব্যবহার এক কালে লোপ হইবে। মুসলমান-শাসন কালে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিকূলে ঘোরতর অত্যাচার হইলেও, এই সমস্ত জমিদারগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও জাতীয় সমাজ, ধর্ম্ম অনেকাংশ রক্ষা করিয়াছেন। প্রভেদ এই যে তৎকাল গৃহ মধ্যে বা সমাজমধ্যে মতভেদ ছিল না। অধুনা নব্য সম্প্রদায় মধ্যে অনেকে স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য

করিতে অক্ষম হওয়ায়, অহরহঃ গ্রামস্থ জমিদারের পতন বাসনা করেন, ক্রমে জমিদার সম্প্রদায়ের প্রতি দারুণ ঘৃণা জন্মিয়া কাল সহকারে উহা বদ্ধমূল হয়। জমিদারের প্রাদুর্ভাব থাকায়, অনেক স্থলে অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্য গমন, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বন প্রভৃতি সমাজ নিন্দনীয় হিন্দু আচার ব্যবহার বিগর্হিত কার্য্যগুলির সামাজিক শাসন থাকায়, পল্লিগ্রামস্থ নব্য সম্প্রদায়গণ এ সমস্ত মত প্রচলনে অক্ষম হইয়া এক কালীন বঙ্গের সমস্ত জমিদারবর্গের পতনাকাঙ্ক্ষ হইয়া উঠেন। হিন্দু জাতি অত্যন্ত কল্পনাপ্রিয়। এক জন জমিদার অধীনস্থ কোন প্রজার প্রতি পীড়ন কিম্বা অত্যাচার করিল, এই ঘটনা হইতে কল্পনা দ্বারা ইহা সাব্যস্ত হইল যে, জমিদার প্রজা-পীড়ক, অত্যাচারী, নৃশংস এবং হিতাহিত জ্ঞান শূন্য। ধনাঢ্য এবং সমাজ-নেতৃবর্গের চরিত্র বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাই বলিয়া একজন সুরাপায়ী কি বেশ্যাসক্ত জমিদারের চরিত্র অবগত হইয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, সমস্ত জমিদারবর্গই সুরাপায়ী

কি বেশ্যাসক্ত। জনৈক সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, যদি কলুষিতচরিত্র হয়েন, তাহা হইতে, এরূপ কল্পনা করা অন্যায়, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী সমস্তই কলুষিত-চরিত্র হইবেন। ঘটিরাম ডেপুটী হইতে ইহা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না যে ডেপুটী ম্যাজি-ষ্ট্রেট হইলেই ঘটিরাম হইবেন। অনেক শিক্ষিত দেশীয় রাজকর্ম্মচারীর সংস্কার এরূপ যে, প্রজা-বর্গ অত্যন্ত পীড়িত এবং অত্যাচারগ্রস্ত। সহস্র যুক্তি, হেতু বা প্রমাণ দর্শাইলেও ইঁহাদিগের এই সংস্কার খণ্ডন করা ভার। পূর্ব্ববঙ্গের প্রজাবর্গ একগুঁয়ে, মোকদ্দমাপ্রিয় এবং সামান্য হেতুতে জমিদারের খাজানা বন্ধ করিয়া প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত করে। কোন স্থানের প্রজাবর্গ অত্যন্ত কলহপ্রিয়, অশান্ত এবং সামান্য ঘটনা হইতে জমিদার পক্ষীয় লোক জনকে প্রহার করিতে ইতস্ততঃ করিল না, এ সংবাদ রাজপুরুষবর্গের কর্ণগোচর হইলে, তিনি সহসাই আদেশ করিলেন যে, সাধারণ শান্তি রক্ষার জন্য এক দল পুলিস সৈন্য তথায়

প্রেরিত হইবে, আর প্রজা এবং জমিদার উভয়ে এই ব্যয়ভার বহন করিবে। কি অপরাধে জমিদারকে এই পুলিসের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে, তাহার মর্ম্ম জ্ঞাত হওয়া দুরূহ। তবে জমিদার প্রবল, আর প্রজাবর্গ দুর্ব্বল, জমিদার এস্থলে প্রবল না হইলেও প্রবল জাতীয় এই হেতু উপলব্ধি হয়। এবম্বিধ ও অন্যবিধ কারণে অধুনা বঙ্গের জমিদারগণ সাধারণের বিষ-নয়নে পতিত হইয়াছেন।

ভূমি-কর সংক্রান্ত আইন সংশোধিত করিলেই যে, জমিদার ও প্রজার মধ্যে পূর্ব্ববৎ সদ্ভাব সংস্থাপিত হইবে, অমাদের এরূপ বিশ্বাস হয় না। এরূপ সদ্ভাব-সূত্রে আবদ্ধ হইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল, তাহা না হইলে কোন রাজবিধি কিম্বা আইন দ্বারা কোন পক্ষেরই কল্যাণ সাধিত হইবে না।

প্রজার দখলি স্বত্ব বৃদ্ধি করিলে, মধ্যবর্ত্তী লোকে এই সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিবে এবং প্রজাবর্গ তাহাদের অধীনে অধিক হারে খাজানা দিয়া বাস করিবে; পক্ষান্তরে, জমিদারও কতক-

গুলিন আগন্তুক ধনবান্ ব্যক্তির সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইবে।

অধিকাংশ রাজপুরুষগণের সংস্কার এই যে, জমিদারবর্গের কার্য্য সম্পাদন দোষে প্রজা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। প্রজাবিদ্রোহের দ্বিতীয় কারণ, প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা। তৃতীয়, তালুকদার প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী লোকের সহিত বন্দোবস্ত করায়, প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচার। চতুর্থ, জমিদারি হইতে বহু দূরে জমিদার বাস করায়, নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার প্রভৃতি জমিদারি কর্ম্মচারীগণের, প্রজাবর্গের প্রতি অন্যায় ব্যবহার এবং জমিদার জ্ঞাত হইলেও, তাহার প্রতিবিধান করিতে অযত্ন। পঞ্চম, খাজানা আদায় জন্য প্রজাপীড়ন।

জমিদার সম্প্রদায় প্রথম অভিযোগের উত্তর এরূপ প্রদান করেন যে, অধুনা অনেক স্থলে জমিদার বংশধরগণ সুশিক্ষিত সুযোগ্য ব্যক্তিকে মেনেজারি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টি প্রভৃতি পদে নিয়োগ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় দোষের উত্তর এই যে, ভূমির উৎ-

পাদিকা শক্তি বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায়, জমিদার প্রজার খাজানা বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হয়েন। কোন২ স্থানে এরূপ দেখা যায় যে, এক টাকা খাজানা দিয়া তিনচারি বিঘা জমিতে প্রজা নির্ব্বিবাদে দখিলিকার আছে। সমস্ত পরগণা কিম্বা ডিহি জরিপ ব্যতীত জমিদার এরূপ খাজানা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়েন না। এরূপ অবগত হইয়া এক জন প্রজার খাজানা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পাইলে, অন্যান্য প্রজাগণ ধর্ম্মঘট করিয়া প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া থাকে। পূর্ব্বে আব বাব, আমুল মামুল, চাঁদা, ভিক্ষা, মাথট প্রভৃতিতে প্রজা জমিদারকে সাহায্য করিত, এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট খাজানা ব্যতীত অন্য উপায়ে জমিদারের কড়া কপর্দ্দক আয় নাই সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য খাজনা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন।

দ্রব্যাদির মূল্য এবং মজুরের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায়, পূর্ব্বাপেক্ষা জমিদারের ব্যয়াধিক্য হইয়াছে। তদুপরি পথকর, পবলিক কর, ডাক ট্যাক্স, মিউনিসিপাল এবং জমিদারি কাছারিতে

চৌকিদারি ট্যাক্স প্রভৃতিতে বিস্তর টাকা জমি-দারকে নিজ হইতে বৎসর বৎসর রাজভাণ্ডারে উচিত সময় মধ্যে দাখিল করিতে হয়। এ জন্যও জমিদারগণ বাধ্য হইয়া নিজ বৈধ উপায়ে প্রজা-গণের নিকট হইতে খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকেন।

তৃতীয় দোষের উত্তর এই যে, প্রজা ও জমি-দার মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, জমিদার দূরপ্রদেশবাসী হইলে আত্মীয় স্বজ-নের প্রতিপালন জন্য ভূমির আবশ্যক হইলে অথবা ঋণ পরিশোধ কিম্বা অর্থের অপ্রতুল হইলে, জমিদার অগত্যা মধ্যবর্ত্তী লোকের সহিত সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

চতুর্থ দোষের উত্তর এই যে, পূর্ব্বকাল হই-তেই জমিদারগণ দূর দেশে বাস করিয়া থাকেন, তবে প্রজার মনোভাব বর্ত্তমান সময়ে পরিবর্ত্তন হওয়ায়, এই সমস্ত আপত্তি জমিদার সম্প্রদায়ের প্রতিকূলে উত্থাপিত হইতেছে। অধুনা বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে। প্রজা উৎপীড়িত কিম্বা অত্যাচারগ্রস্ত হইলে,

অনায়াসেই সুলভ ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে জমিদারের সমীপস্থ হইতে পারে।

পঞ্চম দোষসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, নির্দ্দিষ্ট দিবসে রাজভাণ্ডারে খাজানা প্রদান করিতে হয়, এ জন্য জমিদারগণ উহা প্রজার নিকট হইতে উচিত সময়ে আদায় করিতে বাসনা করেন। বঙ্গের অধিকাংশ জমিদার নিঃস্ব, ঋণগ্রস্ত। গৃহে অর্থের অসদ্ভাব হইলে অগত্যা প্রজার নিকট প্রাপ্য খাজানা আদায় জন্য যত্ন করা হয়। এ অপরাধ বোধ হয় মার্জ্জনীয়।

এতদ্ব্যতীত অনেক প্রজা-হিতৈষী মহাত্মাগণের এরূপ অভিপ্রায় যে, বৎসরান্তে জমিদারের এক বার মপস্বল পরিভ্রমণ আবশ্যক। আমরাও ইহা স্বীকার করি। তবে জমিদার বংশধরগণ এই প্রস্তাবে এরূপ আপত্তি উপস্থিত করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা ঋণগ্রস্ত, প্রজারা এক্ষণে আর নজর কি আগমনি প্রদানে সম্মত হয় না, সুতরাং মপস্বল পরিভ্রমণ জনিত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে গমন করিয়া ঋণের দায়ে বিব্রত হইতে হইবে। স্বীয় পদ-

মর্য্যাদা রক্ষা পূর্ব্বক মপস্বল গমনে ব্যয়াধিক্য, এ জন্যও অনেকে জমিদারি দর্শনে বঞ্চিত হন। বিশেষতঃ, অনেক স্থলে প্রজাগণ শিক্ষিত হও-য়ায়, জমিদারকে এক্ষণে ধর্ম্মাবতার বলিতে সলজ্জ হয়, এমন কি, কুশল প্রশ্ন করিতেও কাতরতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

বিভাগ, উপবিভাগ, থানা, আউটপোষ্ট প্রভৃতি সর্ব্বত্র স্থাপিত হওয়ায়, বর্ত্তমান কালে প্রজাবর্গ স্বল্প শিক্ষিত, গ্রাম্য মোক্তার ও মহা-জনবর্গের কুপরামর্শ-চক্রে পতিত হইয়া জমি-দারকে সতত তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। প্রজাবর্গের মনোগতভাব এবং জমিদারের প্রকৃত শোচনীয় অবস্থা অবগত হইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী নিরপেক্ষ কমিশন স্থাপনা হইলে, অনেক গুহ্য তত্ত্ব সাধারণে অব-গত হইতে পারিবেন। জমিদার বংশধরগণ এত কি অপরাধ করিয়াছেন বা ঘৃণিত হইয়া-ছেন যে, প্রজাগণ এক্ষণে সর্ব্বদাই প্রকাশ্যে বলিয়া থাকে যে, খাজানা প্রদানের কীস্তি নাই, চৈত্র মাসে আদালতে আমানত করিলেই

চলিতে পারিবে। দেখা সাক্ষাৎ হইলে চিরাগত প্রথানুসারে আলাপ আপ্যায়িত দূরে থাকুক, নমস্কার পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত এবং লজ্জিত হয়। নিম্ন শ্রেণীর উপবিভাগস্থ গ্রাম্য মোক্তারগণ স্বার্থসাধন বাসনায় নিরক্ষর প্রজাবর্গকে জমিদারের প্রতিকূলাচারণ করিতে অনেক সময় প্রোৎসাহিত করিয়া থাকে। এমতাবস্থায়, আমাদের প্রার্থনা যে, গবর্ণমেণ্ট উচিত মূল্যে জমিদারিগুলিন খরিদ করিয়া বোম্বাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি প্রদেশের ন্যায় প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করুন, তাহা হইলে সকল বিরোধ সহজেই মীমাংসিত হইবে, এবং গবর্ণমেণ্টও বঙ্গের প্রজাবর্গের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। প্রজারাও কি নিয়মে রাজকর প্রদান আবশ্যক, তাহা শিক্ষা করিবে। এ প্রবন্ধ পাঠে অনেকে বিবেচনা করিবেন, আমরা জমিদার পক্ষপাতী, একথা খণ্ডনের উপায় নাই। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমরা জমিদার ও প্রজাহিতৈষী, উভয়ের মঙ্গলপ্রার্থী।

গবর্ণমেণ্টের একটী কঠিন নিয়ম এই যে,

জমিদারকে পথকর, পবলিকওয়ার্ক কর প্রজার নিকট হইতে আদায় করিয়া তুল্যাংশ চারি কীস্তিতে রাজভাণ্ডারে দাখিল করিতে হয়। জমিদার নিজের দেয় পথকর এক পয়সা হিসাবে এবং পবলিক কর এক পয়সা হিসাবে সংগ্রহ করিতেই ব্যতিব্যস্ত, তাহার উপর প্রজার দেয় আদায় এবং দাখিলের ভার অর্পিত হওয়ায়, ক্ষুদ্র, নিঃস্ব, অসহায়, ঋণগ্রস্ত জমিদারের শোচনীয় দশা চিন্তা করিলে দুঃখিত হইতে হয়। আবার নির্দ্ধারিত কাল মধ্যে এই উভয় কর দাখিল করিতে অসক্ষ হইলে, কৃতাপরাধ জনিত জমিদারি হারাইতে হয়। এই কঠোর বিধি প্রচলিত হওয়া অবধি কত জমিদার যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার অনুসন্ধান হইলে সাধারণে উহা জ্ঞাত হইতে পারেন। পথকর ও পবলিক-ওয়ার্ক কর প্রজারা প্রায়ই চৈত্র কিস্তিতে প্রদান করিয়া থাকে, এদিকে সম্পত্তি রক্ষা মানসে জমি-দারকে অগত্যা অপর তিন কিস্তির দেয় কর নিজ হইতে দাখিল করিতে হয়। জমিদার ঋণ-

গ্রস্ত কি নিঃস্ব হইলে এরূপ কর প্রদান জন্য ঋণ করিতে বাধ্য হন, ইহাতে যে পরিমাণ সুদ আবশ্যক, প্রজা আর তাহা দেয় না। এ গতিকে জমিদারকে বৎসর বৎসর কত টাকাই সুদের হিসাবে মহাজনকে প্রদান করিতে হয়। কোন জমিদারকে বৎসরে চারি শত টাকা নিজের এবং চারি শত টাকা প্রজার হিসাবে পথকরাদি প্রদান করিতে হয়, আষাঢ়, আশ্বিন এবং পৌষ কিস্তীতে নিজের তিন শত এবং প্রজার দেয় তিন শত, একুনে ছয় শত টাকা প্রদান করা আবশ্যক। আষাঢ় মাসে প্রজার দেয় একশত টাকা ঋণ করিতে হয়, আশ্বিন মাসে একশত এবং পৌষ মাসে একশত টাকা ঋণ করিয়া চৈত্রমাস পর্য্যন্ত অন্যূন শতকরা এক টাকা হারে মহাজনকে ১৭৲ টাকা সুদ প্রদান করিতে হয়। প্রজার নিকট এই সুদ চাহিলে, সে কখনই ইহা প্রদানে সম্মত হয় না। পক্ষান্তরে, পথকর, পবলিকওয়ার্ককর, মপস্বলস্থ কাছারি গৃহের চৌকীদারি ট্যাক্স, ডাক ট্যাক্স এবং ভদ্রাসন মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত হইলে, মিউনিসিপা

ট্যাক্স প্রদান করিতে জমিদারের আয়, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যতীত প্রজার নিকট খাজানা বাকি থাকিল। সাধারণতঃ খাজানা বা করগুলিন সুগম উপায়ে, স্বল্প সময়ে এবং ব্যয়ে আদায়ের উপায় ব্যতীত জমিদার সম্প্রদায়ের রক্ষার উপায়ান্তর নাই। অনতিবিলম্বেই অনেক জমিদারের উৎসন্ন দশাগ্রস্ত হইতে হয়। প্রজা-বর্গের নিকট হইতে পথকরাদি আদায় জনিত ব্যয়, শ্রম ও পর্য্যটনের পরিবর্ত্তে কড়ি কপর্দ্দ-কও পারিশ্রমিকের বিধান নাই, বরং পরিণামে রাজকর্ম্মচারিবর্গের নিকট সামান্য ত্রুটি জন্য দণ্ড-নীয় হইতে হয়। সংসার নির্ব্বাহ ও সামাজিক মান সম্ভ্রম রক্ষার ব্যয়, এবং নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের সম্বন্ধে অনুষ্ঠান ব্যয়পরিমিত অর্থ সংগ্রহে জমিদারগণ বিব্রত এবং ঋণগ্রস্ত, তাহার উপর এই নিদারুণ ভারার্পিত হওয়ায়, অনেক ক্ষুদ্র জমিদার দিন দিন অবনতি দশাগ্রস্ত হইয়া অগত্যা জমিদারি হস্তান্তর করিবার উপায় অবলম্বন করিতেছেন। কেহ বা উপায়ান্তর রহিত হইয়া অতি ক্লেশে দিনাতিপাত করিতে-

ছেন। অপর একটী বিপদের কথা অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হইতেছে। জমিদারদিগের পিতৃপিতামহাদির বন্দোবস্ত মহালগুলিতে প্রজাবর্গের কবুলতি না থাকায়, এবং জমা-ওয়াশীলবাকীতে চারি কিস্তীতে প্রজার খাজানা আদায়ের উল্লেখ না থাকায়, অনেক স্থলে বিচারালয়ে কিস্তী মতে খাজানা আদায়ের বিশেষ চুক্তি প্রমাণ করা সুকঠিন। বিচারপতিও, নিরীহ, নিরক্ষর প্রজার প্রতি দয়া করিয়া খাজানা আদায়ের কিস্তী প্রচলন নাই সাব্যস্ত করিতে বিলম্ব করেন না। এরূপ একটী মোক-দ্দমা নিষ্পত্তি হইলে মফস্বলের প্রজাগণ, মহ-কুমাস্থ উকীল, মোক্তারগণের নিকট এবং অন্যান্য উপায়ে এ সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রেই খাজানা প্রদানে বিরত হয়। জমিদার তখন অনন্যোপায় হইয়া ঋণ করিয়া রাজকর দাখিল করিতে থাকেন। কোথাও বা বিচারপতি প্রজার প্রতি সকরুণ হৃদয়ে কিস্তী খেলাপি সুদের ডিক্রী দেন না, তখন প্রজাবর্গ অধিকতর উৎসাহ সহকারে খাজানা প্রদানে কাল বিলম্ব করে,

অথচ জমিদার নির্দ্দিষ্ট দিনে খাজানা দাখিলে ত্রুটি করিলে জমিদারি বিক্রয় হইয়া যায়। এ অবস্থায়, জমিদারের যে কি পর্য্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই বিদিত হইবেন। এরূপ অবস্থা ঘটিলে প্রায়ই জমিদারকে ঋণ করিয়া দেয় খাজানা দাখিল করিতে হয়, পরে ঋণ দায়ে মূল সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের কর সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ কালে, প্রজাকে কয়েকটী অভিনব স্বত্ব প্রদান করিবাব জন্য প্রজাপক্ষ সমর্থনকারিগণ এক্ষণ হইতেই ব্যস্ত হইয়াছেন। এই প্রস্তাবে তাহার একটী মাত্র উল্লেখ করা গেল। প্রজার দখিল স্বত্ব নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক, এই প্রস্তাবের পোষকে প্রজা পক্ষ সমর্থনকারিগণ বলিতেছেন যে, জমিদার, এলাকাস্থ কোন প্রজাকে উঠাইয়া দিবার বাসনা করিলে, প্রজাদখলি ভূমির উন্নতি করিবার মূল্য এবং উচ্ছেদ কালে ক্ষেত্রে শস্য বর্ত্তমান থাকিলে, শস্যের মূল্য প্রজাকে প্রদান করিতে হইবে।

এই অভিনব স্বত্ব প্রজাকে প্রদান না করিলে প্রজা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং ভূমির আশানুরূপ উন্নতি বিধান করিবে না। বঙ্গের প্রজা মাত্রেই নিঃস্ব, নিরীহ, নিরক্ষর, আর জমিদার মাত্রই ধনী, কলহপ্রিয় এবং শিক্ষিত, এমতাবস্থায় কৃষিজীবীদিগের এরূপ মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা আইনে প্রকটিত না হইলে, বঙ্গের কৃষকসম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবে না।

পক্ষান্তরে, প্রজাকে এরূপ নূতন স্বত্ব প্রদানে জমিদারসম্প্রদায়ের সমূহ আপত্তি, প্রথমতঃ, প্রজাকে এরূপ স্বত্ব প্রদানে সমাজের কতদূর মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহা বিশেষরূপে অবগত হওয়া সুকঠিন।

কোন জোতের মিয়াদ শেষ হইলে, অথবা বাকি খাজানা আদায় জন্য, প্রায় অধিকাংশ স্থলে জোত উচ্ছেদের নালিস দেওয়ানি আদালতে উত্থাপন করিতে হয়, তদ্ব্যতীত জমিদার স্বেচ্ছানুসারে প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে সক্ষম নহেন। জমিদারের অনভিপ্রায়ে প্রজা এক খণ্ড পতিত কিম্বা বেবন্দোবস্তী ভূমিতে ইচ্ছা-

নুরূপ শস্য উৎপাদন করিল, এরূপ স্থলে, জমিদারের সহিত প্রজার কোনরূপ বন্দোবস্ত না হওয়ায়, জমিদার প্রজাকে উক্ত ভূমি হইতে শস্য উঠাইয়া লইতে আদেশ করিয়া নোটীস প্রদান করিলেন। প্রজা তখন কুপরামর্শচক্রে পতিত হইয়া উৎপন্ন শস্য উঠাইয়া লইতে কাল বিলম্ব এবং ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, এমতাবস্থায় প্রজা যদি স্বীয় শ্রমলব্ধ শস্য প্রাপ্তে বঞ্চিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে দোষ জমিদারের প্রতি কখনই বর্ত্তিতে পারে না। এরূপ স্থলে, প্রজাকে শস্য প্রদান করিবার জন্য যদি নূতন বিধির আবশ্যক হয়, তাহা হইলে প্রজাও যাহাতে জমিদার বা তাঁহার প্রতিনিধির অসম্মতিতে কোন ভূমিতে অনধিকার পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া চাস কারকিত কি শস্য রোপণ করিতে না পারে এরূপ বিধান করা কি আবশ্যক নহে ?

দ্বিতীয়তঃ, বাকি খাজানা অনাদায় জন্য দখল উচ্ছেদের যে বিধি বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহার ৫২ ধারা অনুসারে

প্রজার বিরুদ্ধে বাকি খাজানার ডিক্রী হইলেও প্রজাকে খাজানা প্রদান জন্য বিস্তর সময় দেওয়া হয়, সে রূপ অবকাশ কাল মধ্যেও খাজানা আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে, অগত্যা নালিসের প্রথম তারিখ হইতে অন্যূন বৎসরাবধি পরে বাকিদার প্রজা জোত হইতে উচ্ছেদ হয়। অপর, তৎকালে প্রজার জোত জমিতে যদি মূল্যবান শস্য থাকে এবং উহার মূল্যের পরিমাণ যদি দেয় খাজানা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক হয়, তাহা হইলে প্রজা কথনই নিজ স্বত্ব নষ্ট করিতে সম্মত হয় না। এসমস্ত কারণে বর্ত্তমান প্রচলিত আইনের পরিবর্ত্তনের বিশেষ প্রয়োজন কি, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া দুরূহ।

তৃতীয়, অস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রজারা প্রায়ই নানা স্থানে বাস করিয়া থাকে, এক গ্রামে বাস করিয়া শ্রম ও ব্যয় বেসন করিয়া ভূমির উন্নতি বিধান করে না। বিশেষতঃ, বর্ত্তমানাবস্থায় প্রজা স্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যতীত জোত জমিতে কূপখনন প্রভৃতি কার্য্যে অর্থ ব্যয় করে না, তবে দুই এক জন প্রজা যদি নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ কিম্বা

আপন স্বত্ব প্রকারান্তরে স্থায়ী করণাভিলাষে ভূমিতে কিঞ্চিৎ ব্যয় করে তাহা বলিয়াই অস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রজাদিগকে আইন দ্বারা স্থায়ী স্বত্ব প্রদান করা কত দূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। বিশেষ হেতু ব্যতীত প্রচলিত আইন পরিবর্ত্তন করিলে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই ঘটিবার সম্ভাবনা। বঙ্গে জমিদার ও প্রজার মধ্যে অনেক স্থানে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, উহা বৃদ্ধি না করিয়া বরং আইন দ্বারা যাহাতে জমিদার ও প্রজা পরস্পরে পুনরায় সদ্ভাবসূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করা উদারচরিত, সমদর্শী ধর্ম্মনিরত ন্যায়পরায়ণ রাজপুরুষবর্গের আবশ্যক। জমিদার শ্রেণীকে ন্যায্য স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রজাকে নূতন স্বত্ব প্রদান করিলে, পরস্পরের মধ্যে অসদ্ভাব বৃদ্ধি হইবারই অধিক সম্ভাবনা, আর এরূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে কোন পক্ষেই মঙ্গল সাধিত হইবে না। যে বিধান দ্বারা উভয় শ্রেণীর লোকেরই উপকার হয়, তাহাই প্রার্থনীয়।

জমিদারবর্গের আত্মীয়, কুটুম্ব, কর্ম্মচারী, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতির স্বার্থপরতাই অধিকাংশ স্থলে জমিদার বংশধরগণের সর্ব্বনাশের মূল। জমিদারগণ অল্প বেতন দিয়া যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন, তাহারা প্রাপ্য বেতন দ্বারা পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে না পারিয়া, অগত্যা জমিদার প্রভুর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নিজ স্বার্থ-সাধনে ব্যাকুল হয় এবং অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া প্রজাবর্গের সহিত বাদবিসম্বাদে প্রবৃত্ত হয়।

জমিদারগণও, জমিদারিকার্য্যপ্রণালীর চিরাগত প্রথার অনুসরণ করিয়া মপস্বলস্থ নায়েব বা গোমস্তার বেতন নির্দ্ধারণ না করিয়া, কিম্বা অল্প বেতন দিয়া উহাদিগকে মপস্বলে খাজানা আদায় জন্য প্রেরণ করেন। পূর্ব্বে প্রজার প্রদত্ত চাঁদা, খরচা, মাথট প্রভৃতি হইতে মপস্বলস্থ নায়েব বা গোমস্তার স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইত, কিন্তু বঙ্গের বর্ত্তমানাবস্থায়, প্রজা আর গোমস্তা বা নায়েবদিগকে পূর্ব্বের

ন্যায় সম্মাননা প্রদর্শন করে না এবং পূর্ব্বপ্রচলিত খরচা প্রভৃতি দিতে সম্মত হয় না, নায়েব বা গোমস্তা তখন অনন্যোপায় হইয়া গ্রাম্য খাজানা আদায় করিয়া স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে এবং জমিদারের খাজানা বাকি পড়ে, দুই এক বৎসর পরে, জমিদার-সরকার হইতে নিকাশ তলব হইলে, জমাওয়াশীলবাকি কি কড়চা হিসাবে প্রজার নামে মিথ্যা বাকি রাখিয়া কাগজাৎ দাখিল করে, পরে জমিদার পক্ষ হইতে আদায়ী কাগজ এবং প্রজার দাখিলা তুমর অর্থাৎ মিল করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানা যায়, গোমস্তা তঞ্চক করিয়াছে। এদিকে গোমস্তার জামিন কিম্বা কবুলতি রেজেষ্টারিকৃত দলিল না হইলে, গোমস্তা অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করে, মধ্য হইতে জমিদারের বিস্তর অর্থ ক্ষতি হয়। মপস্বলস্থ কর্ম্মচারিবর্গের বেতন অধিক হারে অবধারণ ব্যতীত উহাদের দ্বারা কখনই জমিদারের বা প্রজার হিত হইবার আশা নাই। বিশেষতঃ, জমিদারকেই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, কারণ প্রজা বিনা দাখিলায় খাজানা দেয়

না ; সুতরাং তহবিল হইতে যে টাকা গোমস্তারা নিজে ব্যয় করে, জমিদারকেই সেই ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। অনেক নিঃস্ব, পতনোন্মুখ জমিদারগণের মপস্বলে প্রজার নিকট বিস্তর খাজানা পাওনা দেখা যায়, অথচ তাঁহাদিগের সামান্য দেনার জন্য পিতৃসম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, বর্ত্তমান সময়ে বাকী খাজানার নালিস করিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করা সহজ ও সুসাধ্য নহে ; বিশেষতঃ, অনেক প্রজার নিকট এরূপ প্রাপ্য খাজানা আদায় করা বহু ব্যয় সাপেক্ষ। যে পরিমাণ অর্থ দ্বারা এ সমস্ত নালিস দাখিল করা আবশ্যক হয়, হয় ত নিঃস্ব জমিদার উহা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন না, কিম্বা কষ্টে সৃষ্টে, ধার কর্জ্জ করিয়া সংগ্রহ করিয়া নালিস দাখিল করিলে ভূতপূর্ব্ব গোমস্তা, ইজারদার প্রভৃতি সামান্য শিক্ষিত, স্বল্পবেতনভোগী কর্ম্মচারিগণ কুপরামর্শ-চক্রে পতিত হইয়া এবং সামান্য অর্থের বশীভূত হইয়া প্রজাকে বাকি টাকার দাখিলা দেয়, কিম্বা প্রজার পক্ষ হইয়া

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া জমিদারের সর্ব্বনাশ করিতে ইতস্ততঃ করে না। পক্ষান্তরে, গ্রাম্য গোমস্তা বা ইজারদারের রেজেষ্টারিযুক্ত জামিন-নামা জমিদার-সরকারে দাখিল না থাকায়, গোমস্তা বা ইজারদারগণ অনায়াসেই অব্যাহতি পাইয়া থাকে। পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেক প্রাচীন জমিদার-সরকারে ইজারদার গোমস্তার রেজেষ্টারি কবুলিয়ৎ পর্য্যন্ত গৃহীত হয় না।

রেজেষ্টারি আইনের বিধানগুলি দিন দিন যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে জমিদারি সংক্রান্ত কার্য্যে প্রতিকথায় রেজেষ্টারি করা দলিল দাখিল ব্যতীত আদালতে কোন মোক-দ্দমায় জয় লাভ করাও কঠিন, বিশেষতঃ অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ এবং এলাকাস্থ প্রজাবর্গ এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে না। এমতাবস্থায়, জমিদারকে আইনবৈধ উপায় অবলম্বন না করিলে, পদে পদে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, অনেক সময় নিজ প্রাপ্য খাজানা আদায় করিতে না পারিয়া আবশ্যকীয় ব্যয়-বিধান ঋণদ্বারা নির্ব্বাহ করিতে হয়। রেজেষ্টারি

আইন, ষ্ট্যাম্প আইন, তামাদি ঘটিত আইন, খাজানা সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি আইনগুলি জমিদারবর্গের কালস্বরূপ হইয়াছে। বিশেষরূপে এই সমস্ত আইনের বিধানগুলি পরিজ্ঞাত না হইতে পারিলে, আজ কাল জমিদারি কার্য্যের তত্ত্বাবধান করা সুকঠিন।

বাকি খাজানা আদায়ে যদিচ কিছু সুবিধা হইয়াছে বটে, তথাপি স্বত্ব ঘটিত তর্ক উপস্থিত হইলেই, অযথা ব্যয় বিধান এবং বহুবিধ প্রমাণাদি দ্বারা স্বীয় স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে হয়, ইহাতে যে কি পরিমাণ ব্যয় হয়, পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বোধ করি, তাহা বিদিত আছেন। অধুনা ডিক্রীজারি সংক্রান্ত ব্যয় এতাধিক বহুল পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, মোকদ্দমা ডিক্রী হইলেও অনেকে এই ব্যয়োপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারায়, ডিক্রী সকল তামাদি হইয়া যাইতেছে। মোকদ্দমা ঘটিত ব্যয় ও অপব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা কত পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধে লিখিতে গেলে, প্রস্তাব বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

প্রজার পক্ষ সমর্থনকারীদিগের অভিপ্রায় এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত রেগুলেসনের কোন কোন আবশ্যকীয় বিধানের পরিবর্ত্তন হওয়ায়, জমিদার ও প্রজাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিসদৃশ হইয়াছে, এবং ইহাতে প্রজাগণের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে জমিদারগণকে প্রজার নিকট হইতে শুদ্ধ নির্দ্ধারিত কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হয়, কিন্তু অধুনা জমিদারগণ উক্ত প্রথার বিপরীতাচরণ করিয়া জমিদারির প্রকৃত মালিক রূপে অধীন প্রজাবর্গের উপর বহুবিধ ক্ষমতা পরিচালন করিয়া থাকেন।

প্রজাহিতৈষীদিগের এবম্বিধ এবং অন্যবিধ বিস্তর অসারযুক্তি ও হেতুবাদ পাঠ করিলে, সহসা এরূপ প্রতীতি হইতে পারে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমিদারবর্গেব নিজ দখলি জমিদারির অন্তর্গত ভূমিতে কোন প্রকার স্বত্ব সম্বন্ধ ছিল না, ক্রমে আইনের পরিবর্ত্তনানুসারে তাঁহারা উল্লিখিত স্বত্ব সংস্রব অধিকার লাভ করিয়াছেন এবং প্রজারাও ক্রমান্বয়ে স্বীয়

জোত জমির মালিকি স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হই-তেছে।

প্রজা-শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবৃন্দের এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস পাঠ করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত ১৭৯৩ সালের ২ নম্বর রেগুলেসন, প্রজাহিতৈষিগণ তাদৃশ মনো-যোগ সহকারে পাঠ করেন নাই, কিম্বা উক্ত রেগুলেসনের প্রকৃত মর্ম্ম বিশদ রূপে পরিগ্রহ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। উক্ত রেগুলেসনে স্পষ্টই এরূপ বিধান আছে যে, জমিদার সম্প্র-দায়ই ভূমির প্রকৃত মালিক, অপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গবর্ণমেণ্ট এবং জমিদারবর্গের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল, অবশ্য প্রজার স্বত্ব লভ্যের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষীয় রাজপুরুষবর্গের দৃষ্টি ছিল এবং তদ্বিষয়ের উল্লেখ ছিল মাত্র; কিন্তু তাহা বলিয়া উক্ত রেগুলেসন পাঠে এরূপ কখনই প্রতিপন্ন হয় না যে, তৎকালে প্রজাই ভূমির প্রকৃত মালিক, আর জমিদার তহশীলদার মাত্র ছিলেন। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে প্রজার সহিত বন্দোবস্ত না

হইয়া তহশীলদারের সহিত বন্দোবস্ত কিরূপে সম্ভবপর হইল ?

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালে যে সমস্ত খোদ-কস্তা প্রজা বর্ত্তমান ছিল, তাহাদের কোন কোন স্বত্বের বিষয় রেগুলেসনে উল্লেখ আছে ইহা সত্য, কিন্তু সেগুলি এরূপ স্বত্ব যে, জমিদারের মালিকী স্বত্বের কোনরূপ বিসম্বাদী স্বত্ব নহে, অধিকন্তু, ভবিষ্যতে যে সমস্ত প্রজা পত্তন হইবে, রেগুলেসনের বিধানানুসারে জমিদারবর্গের উপর (ভূমিতে তাহাদের সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রদানের কিম্বা উভয় পক্ষের সুবিধা এবং লভ্যজনক চুক্তি করিবার ভার) সম্যক্ ন্যস্ত হইয়াছিল।

প্রাচীন রেগুলেসনগুলিতে স্পষ্টই বিধান আছে যে, জমিদারগণ অধীনস্থ প্রজাকে দশ সনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য পাট্টা প্রদান করিবেন না, অতএব জমিদার যে ভূমির প্রকৃত মালিক এবং অধিকারী, তাহার আর অধিক প্রমাণের বোধ হয় আবশ্যক নাই। পূর্ব্বে পরগণার প্রচলিত হার নিরিখ অনুসারে প্রজার খাজানা নির্দ্ধারিত হইবার প্রথা ছিল না। হাইকোর্ট

প্রভৃতি প্রধানতম আদালতের অনেক মোক-দ্দমার রায় পাঠে বিশেষরূপ অবগত হওয়া যায় যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে পরগণার হার নিরিখ প্রচলিত ছিল না,. অধিকন্তু, এরূপ প্রথা প্রচলিত না থাকায়, ১০ আইনের সৃষ্টিকর্ত্তারা পরগণার হার নিরিখের বিষয় উক্ত আইনে বিধিবদ্ধ করেন নাই। প্রজা-পক্ষ সমর্থনকারিগণ অনেক সময় বলিয়া থাকেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত জমিদারিগুলির অসম্ভব মুনফা বৃদ্ধি হইয়াছে, এরূপ আক্ষেপউক্তিগুলি সাধা-রণে প্রচার করিবার পূর্ব্বে, প্রজাহিতৈষিগণের ইহা বিশেষ বিবেচনা করা বিধেয় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালের কতগুলি জমিদার, নিজের জমিদারির রীতিমত রাজকর প্রদান করিয়া ঐ গুলির রক্ষা এবং উন্নতি বিধান করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। তৎকালে বঙ্গের অধি-কাংশ স্থল পতিত ভূমি ছিল, কোথাও বা বৃহৎ বিল ছিল, কোন স্থল বা শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যে পরিপূর্ণ থাকায়, ঐ সমস্ত পরগণার

উন্নতি বিধানকল্পে হতভাগ্য জমিদারবর্গের কত অর্থই ব্যয় এবং কত চেষ্টা, কত যত্ন, কত শ্রম ও কত পর্য্যটন করিতে হইয়াছে। এমন কি শ্রুত হওয়া যায়, অনেক প্রাচীন জমিদার শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব, নিরূপিত সময়ে প্রদান জন্য ঋণ দায়ে পরিণামে স্বীয় অতুল বৈভব, বিষয় সম্পত্তি হারা হইয়াছেন, এ সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই প্রকাশ হইতে পারে। অধিকন্তু, ঐ সমস্ত উন্নত, পরিষ্কৃত এবং উর্ব্বরা জমিদারি ক্রয় করিতে বর্ত্তমান জমিদারবর্গের পূর্ব্ব পুরুষগণের কত অর্থ যে মূল্য স্বরূপ দিতে হইয়াছে, তাহা কি গণনীয় নহে ?

যদি এইরূপ বিবেচিত হয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালে গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব জমিদারকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইলে সরকার বাহাদুরের অধীনস্থ খাস মহালগুলিতে যে নিয়মে এবং উপায়ে প্রজার খাজানা বৃদ্ধি ও আদায় করা হয়, তদ্রূপ ক্ষমতা জমিদারবর্গের বোধ হয় প্রাপ্ত হইবার বাধা হইতে পারে না। বর্ত্তমানাবস্থায়, তবে খাস মহালের আদায় জন্য

পৃথক আইনের সৃষ্টি হইল কেন? খাস মহালে সামান্য জোত স্বত্বে গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই স্থায়ী স্বত্ব প্রদান করিতে সম্মত হয়েন না, তবে গবর্ণমেণ্ট স্বত্বে স্বত্ববান জমিদারগণ ঐরূপ শ্রেণীর প্রজাকে কেন স্থায়ী স্বত্ব প্রদান করিবেন, এ রহস্যের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত হওয়া সহজ নহে।

সাধারণতঃ অনেক নিরপেক্ষ ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, জমিদার ও প্রজা পরস্পরে বিলক্ষণ সদ্ভাবসূত্রে আবদ্ধ ছিল, আর উক্ত আইন প্রচারের পর হইতেই জমিদার ও প্রজার মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায়, গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৯ সালের ১০ আইন সৃজন না করিয়া যদি জমিদার ও প্রজার মধ্যে অন্যবিধ উপায়ে সদ্ভাব সংস্থাপনে সচেষ্ট হইতেন এবং তৎকালীন প্রচলিত আইনের (রেগুলেসনগুলির) উপর নির্ভর করিতেন, তাহা হইলে জমিদার ও প্রজাবর্গের পরস্পরের এরূপ অসদ্ভাব উপস্থিত হইত না এবং বর্ত্তমান সময়ে অভিনব আইন সৃষ্টিরও প্রয়োজন

হইত না। কিন্তু জমিদারবর্গের দুর্ভাগ্যবশতঃ, এরূপ সহজ এবং নিশ্চয় উপায় অবলম্বিত না হইয়া ১৮৫৯ সালের ১০ আইন প্রচারিত হওয়াতে জমিদারবর্গের এই অবসন্ন দশা উপস্থিত হইয়াছে। জমিদারগণের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় পূর্ব্বেই পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করা হইয়াছে, আবার, কয়েক বৎসর অবিশ্রান্ত মামেলা মোকদ্দমা করিয়া জমিদার ও প্রজাবর্গ অধুনা একটু শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন এবং অনেকে গতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। কিন্তু যদি বর্ত্তমান আইনের পুনঃ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জমিদার ও প্রজার পূর্ব্বাপেক্ষা মোকদ্দমার সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়া উভয় শ্রেণীরই অমঙ্গল ঘটিবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া জমিদারিগুলি বাজার দরে ক্রয় করিলে, অনেক তর্ক সহজেই মীমাংসা হইতে পারে। কারণ জমিদারী গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে আসিলে, প্রজা ভূমিতে স্থায়ী স্বত্ব পাইয়া সানন্দে কালাতিবাহিত করিতে পারে এবং প্রজাহিতৈষিগণও তদ্দৃষ্টে পরম সুখে নিশ্চিন্ত হইয়া স্ব স্ব ইষ্টচিন্তার অবসর প্রাপ্ত হয়েন।